গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২১ মার্চ ২০১৮ ও বেলা ০৩.৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন) জনাব অরুন কুমার মালাকার প্রথমে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভূক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত (২য় সংশোধিত) মেয়াদী সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা ও প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, মৎস্যখাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জুলাই/২০১১-ডিসেম্বর/২০১৭ মেয়াদে "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপনে সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ বর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	ক) ২০১৮-২০১৯ বর্ষে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন অর্থনৈতিক কোডে রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। সভায় খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়। প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	ক) অবশিষ্ট আইডি কার্ড প্রস্তুতপূর্বক বিতরণ করতে হবে। খ) জেলে নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এটি হালনাগাদ করতে হবে। গ) খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করতে হবে। ঘ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, সরকারীভাবে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প এর আওতায় অবকাঠামোগত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে। নির্ধারিত সময়ের (জুন/২০১৮ খ্রিঃ) মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। ৯৮% কাজ	ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। খ) প্রকল্প পরবর্তী খামারের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। সভাপতি প্রকল্প পরবর্তী কাজের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে জনবলের পদ সৃজনের জি.ও জারি করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ০৫/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে ৩৩.০২.০০০০.১০৩.০৪.০০৮.১৭.৬১ সংখ্যক পত্রে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর এর জন্য ১৩টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ১৭ নং কলামের নির্ধারিত ছকপত্র মোতাবেক তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যায়।	ক) শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং যথাসময়ে কোর্স সমাপ্ত করতে হবে। খ) বিধিমতে ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৯ হাজার ৭৮৭.৮৪ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং চাল বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় ছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬২ টি পরিবারকে মোট ৭ হাজার ৬৮৯.২৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মা-ইলিশসহ ইলিসের বিচরণ ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল জেলেদের এ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। তিনি জানান যে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।	ক) চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে। খ) নতুন এলাকার জেলের তালিকা তৈরী করে সামাজিক নিরাপত্তার সহায়তা প্রদান করতে হবে। খ) প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক. রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ হতে মধ্যপ্রাচ্যে এবং সৌদিআরবে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ: ক্র. নং | মাস/ বছর | মধ্যপ্রাচ্য (মে.টন) | সৌদিআরব (মে.টন) ১. | ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ | ৩৭৮.৮৩৩ | ২৫৬.৫৩৮ ২. | জুলাই,২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ | ২,৩৩৬.৩৭১ | ১২৪৪.১০৭ (খ) বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতোমধ্যে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানীর জন্য আবশ্যিক শর্ত পূরণে বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্ত করণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে। সভাপতি এসব	(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। গ. হালাল মাংস রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং গবাদিপশুর মাংস রপ্তানির জন্য প্রাথমিকভাবে ২/৩টি দ্বীপ বা বিশেষ এলাকাকে নির্বাচন করে zoning কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ঘ. zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

<table>
<tr><td></td><td></td><td>এলাকা হতে মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানির অগ্রগতি জানাতে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।</td><td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>মাস/ বছর</th><th>পণ্যের বিবরণ</th><th>পরিমাণ (মে.টন)</th><th>আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>ফেব্রুয়ারি, ২০১৮</td><td>হিমায়িত মাছ</td><td>২,৭৩৭.১২</td><td>২৫.৫০</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>বরফায়িত মাছ</td><td>১,০৭৬.৪৯</td><td>৩.৩২</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>ফেব্রুয়ারি, ২০১৮</td><td>মোট মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য</td><td>৫,৩৪৫.০৯</td><td>৩১.৬৫</td></tr>
</table>

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে মোট ৭৮.০০ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা রপ্তানি করা হয়েছে। এ সকল উপজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter-Governmental Organization কর্তৃক CFC/FAO/INFOFISH Project on Promotion of Processing and Marketing of Freshwater Fish Products: Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan & Sri-Lanka" এর আওতায় পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার ফিলেট উৎপাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
• মেসার্স ভার্গো ফিশ এন্ড এগ্রো প্রসেস লি. ও মেসার্স সেভেন ওশানস ফিশ প্রসেসিং লি. কর্তৃক উৎপাদিত পাঙ্গাস ফিলেট ইতোমধ্যে বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়েছে এবং মেসার্স আর্থ এগ্রো ফার্মস লি. ইতোমধ্যে ট্রায়াল উৎপাদন শুরু করেছে।
• মেসার্স বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রা: লি., কুমিল্লা কর্তৃক উৎপাদিত পাঙ্গাস ফিলেট ও বিভিন্ন ভ্যালু এডেড Ready to Cook পণ্য যেমন: ফিশ বল, ফিশ নাগেট ইত্যাদি দেশীয় বাজারে সীমিত আকারে বিপনন শুরু হয়েছে।
• ইকোফিশ বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ইলিশ মাছ হতে ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য যেমন-হিলশা স্যুপ ও নুডুলস তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ইতিমধ্যেই হিলশা স্যুপ ও নুডুলস তৈরীর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা বাজারজাতকরণের জন্য মেসার্স ভার্গো ফিশ এন্ড এগ্রো প্রসেস লি. এর কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত ২৩ মে, ২০১৭ তারিখে "মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং মাংসজাত পণ্য, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য ও কতিপয় অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি" বিষয়ক সভায় মৎস্য ও মৎস্যপন্য উৎপাদন ও রপ্তানি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১২৪.১৮.১২৯.১৫-০৩ তারিখঃ ০৭/০১/২০১৮ খ্রি. মোতাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</td><td>(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে।
(খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
(ঘ) হিমায়িত মাছ, মাংস রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে সভা করতে হবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধির অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।
(ঙ) পাঙ্গাসের বিষয়ে Value added করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(চ) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।</td><td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), অতিঃ সচিব(প্রাস-২) যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
</table>

		চেয়ারম্যান, বিএফডিসি জানান যে, Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ এবং মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত বিষয় একটি সমন্বিত ও দীর্ঘ মেয়াদী কাজ, যা সরকারি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ সকল পণ্যের জন্য সর্বাগ্রে গবেষণালব্ধ ইতিবাচক ফলাফল প্রয়োজন। তবেই এ সকল পণ্য লাভজনকভাবে উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। ইতোমধ্যে গত ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ইলিশের মূল্য সংযোজিত পণ্য (স্যুপ ও নুডুলস) তৈরী প্রযুক্তিটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে Virgo fish & Agro process Ltd- কে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ হস্তান্তরের ফলে Virgo fish & Agro process Ltd ইলিশের স্যুপ ও নুডুলস বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পালন করবে। অপরদিকে বিএফআরআই কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় মাছের ভ্যালু এ্যাডেড পণ্য উৎপাদনের বিষয়ে ২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "এসাপ হেলদি ফুড লিমিটেড"এর যৌথ উদ্যোগে "Ready to Cook" মৎস্য পণ্য বিএফডিসির কারওয়ান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয়ের মৎস্য বিতান এ বিক্রয় করা হচ্ছে।		
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, রপ্তানীযোগ্য মাংসের গুনগত মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) থেকে জীবানুমুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সিডিআইএল থেকে মাংস রপ্তানির জন্য এনথ্রাক্স ও সালমোনেলা রোগমুক্ত সনদ প্রদান করা হয়।		
৩	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভী, মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও সংকর জাতের বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪০.২০ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ ও ১১.২০ লক্ষ। জানুয়ারি/১৮ পর্যন্ত ২৮.৯৩ লক্ষ ডোজ সিমেন, ২৪.০২ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন এবং উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা ৭.৮৭ লক্ষ। মহাপরিচালক, বিএলআরআই সভায় জানান যে, ১) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট রেড চিটাগং, মুন্সিগঞ্জ এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিসিবি ক্যাটলব্রিড-১ জাতের গরুর ওপর গবেষণা কাজ করছে। এই ক্যাটেলগুলো সংরক্ষণ এবং প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিকমান উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দুধ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে দেশী জাতের মহিষের সাথে উন্নত জাতের যেমন মুরহা ও নিলিরাভি মহিষের প্রজনন ঘটিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের গবেষণা করে আসছে। এ লক্ষ্যে মোট ২৬টি সংকরজাতের মহিষের বাচ্চা পাওয়া গেছে এর মধ্যে ১২টি মুরহা জাতের এবং ১৪টি নিলিরাভি জাতের। খামারী পর্যায়ে দেশী জাতের মহিষের উন্ননের লক্ষ্যে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজাবাড়ি হাট এলাকায় কৃত্রিম প্রজনন এর কার্যক্রম ও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। বিশুদ্ধ জাতের নিলিরাভি ও মুরহা ষাড় থেকে সিমেন্ট সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ও গবেষণা চলমান আছে।	(ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব উদ্যোগে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ করতে হবে ও মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের চাহিদা ও উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সভা করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। গ) উন্নত জাতের গভাদি পশু উৎপাদনের জন্য ও গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই
৪	কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গবাদিপশুর কাঁচা চামড়া উৎপাদন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন। তবে কুমিরসহ বিভিন্ন প্রাণির চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানির বিষয়টি	ক) কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়ার গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

	প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য শিল্প, বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।	খ) এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। রপ্তানি না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে জানাতে হবে। গ) মানসম্মত চামড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
৫	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" দ্বারা ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি. থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মেয়াদে ১০ (দশ) দিনের এবং ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মেয়াদে ডিমারসাল ফিস সার্ভের ওপর যথাক্রমে ২য় ও ৩য় ক্রুজ পরিচালনা করা হয়। উক্ত ২টি সার্ভে ক্রুজের মাধ্যমে নির্বাচিত ৮০টি ব্লকের মধ্যে ৬৩টি ব্লকের জরীপ কাজ চালানো হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project in Bangladesh: Preparation Facility শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৪টি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। লং লাইনার প্রকৃতির ০৯টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির ০৭টি মোট ১৬টি ফিশিং লাইসেন্সের আবেদনের অনুকুলে সুপারিশসহ প্রস্তাব এবং ট্রলার/মৎস্য নৌযানের লাইসেন্সের শর্তসমূহ নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। IOTC এর পূর্ণাংগ সদস্য লাভের জন্য পত্র IOTC-তে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) লংলাইনার ও পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্সের জন্য সুপারিশকৃত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। গ) প্রকল্পগুলো প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং ফলোআপ করতে হবে। ঘ) (IOTC)-তে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের জন্য লিখিত পত্রের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গভীর সমুদ্রে মাছ আহরণ বৃদ্ধি করার জন্য এ কমিশনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), যুগ্ম-প্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে; • সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৭৪টি জাটকা আহরণে বিরত জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ০৪ মাসের জন্য মোট ৩৯ হাজার ৭৮৭.৮৪ মে.টন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। • ২০১৭ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ২৫টি জেলার ১১২টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৬২ টি জেলে পরিবারের জন্য ২০ কেজি হারে ৭ হাজার ৬৮৯.২৪ মে.টন চালের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। • এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-বাংলাদেশ) প্রকল্প এর আওতায় এ পর্যন্ত ৭৮টি সঞ্চয়ী দলকে নিয়ম অনুযায়ী ২৫ হাজার টাকা করে মোট ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ম্যাচিং ফান্ড হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। (খ) "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক একটি প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নতুন প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন যে সকল প্রকল্পে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আছে সেই সকল প্রকল্পের জন্য প্রকল্প এলাকায় কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরাধীন "ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট ২য় পর্যায়" (এনএটিপি-২) এর আওতায় প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ৫৮১ টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) গঠন করা হয়েছে, যেখানে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩০ জন প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট খামারীকে	(ক) এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া "সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (কম্পোনেন্ট-বি) ২য় পর্যায়" প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ১২৮ টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়িং খামার এবং ১৩ হাজার টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী ভেড়ার খামার উন্নয়ন করা হয়েছে।	(গ) CBO গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের ৫৩ টি জেলার ২৪৪ টি উপজেলায় মহিষ উৎপাদনের জন্য মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর পুনর্গঠিত ডিপিপি ও জনবল প্রস্তাব গত ০৭/০২/১৮ খ্রিঃ তারিখে অধিদপ্তরের ৭৭ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটির পুনঃগঠন কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, বর্তমানে মালদ্বীপ, কুয়েত এবং দুবাই-এ ছাগলের মাংস রপ্তানী করা হয়। ছাগলের মাংস রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান করা হয়ে থাকে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, ক) ছাগল উৎপাদনের মডেল গ্রাম তৈরীর লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় পাড়াগাঁও, গাঙ্গাটিয়া ও পাঁচপাই গ্রামে বিএলআরআই কর্তৃক পরিচালিত সমাজ ভিত্তিক ব্ল্যাক বেঙ্গাল ছাগল পালন কার্যক্রম চলমান। খ) বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত কৌলিক মান সম্পন্ন ছাগলের পাঁঠা সারাদেশে ছাগল পালন খামারীদের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান।	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ)Black Bengal Goat উৎপাদন গাইডলাইন অনুযায়ী উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ)সরকারি খামার হতে সুফলভোগীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ)Black Bengal Goat এর Branding করার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে কাগজ পত্রাদি সংশোধন করে এ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই
১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে ভেড়া পালন বিষয়ে ৩০মিনিট এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। নাইক্ষ্যংছড়ি পাহাড়ী এলাকায় ভেড়াপালন কে জনপ্রিয় করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে পাহাড়ী এলাকায় ভেড়া পালন বিষয়ে ৩০মিনিট এর একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। ভেড়ার পশমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে পশমজাত পণ্য উৎপাদন এবং এর ব্যবহারের উপর ১০মিনিট এর একটি ডকুমেন্টারী বাংলাদেশ টেলিভিশনে বহুল সম্প্রচার করা হয়। খ) ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন জাতের ভেড়া সংরক্ষণ এবং কৌলিকমান উন্নয়নসহ ভেড়ার নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। ইনস্টিটিউটে উপকূলীয়, যমুনা অববাহিকা, বরেন্দ্র, ধামারা, পেরেন্ডাল, ডরপার ও সাফোক জাতের ভেড়া রয়েছে।	(ক) ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) দেশব্যাপী সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা ও নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে আগামী সভায় তথ্যাদি দাখিল করতে হবে। (গ) ভেড়া, ছাগল ও মহিষের ক্ষেত্রে ৫% হারে সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ • ১ হাজার ২৬০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।	(ক) কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বনবিভাগ হতে কুচিয়া	অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ভূমিকা পালন করতে পারে।</td>
<td>
• ১৮টি কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী এবং ৩০টি কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
• ১০টি পেনে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৮টি প্রদর্শনী স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
• ১৫টি খাঁচায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৩ টি প্রদর্শনী স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
• ০৪টি মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে খাঁচায় ও পুকুরে কুচিয়া চাষ প্রদর্শনীর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
• মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহে ০৫টি সিস্টানে কুচিয়ার পোনা উৎপাদনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
• কাঁকড়া হ্যাচারির ০৩টি কার্যের চুক্তি সম্পাদন হয়েছে ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির উজ্জল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানিকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়ার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:
<table>
<tr><th>ক. নং</th><th>মাস</th><th>পণ্যের বিবরণ</th><th>পরিমাণ (মে.টন)</th><th>আয় (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">১.</td><td rowspan="2">ফেব্রুয়ারী, ২০১৮</td><td>কাঁকড়া</td><td>৩.৭৭৬</td><td>০.০৩৪</td></tr>
<tr><td>কুচিয়া</td><td>৯২৩.৬৯</td><td>১.৯০২</td></tr>
</table>
বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৯৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৯৬.৫২ মে.টন কাঁকড়া এবং ২৫.৩৭ মিলিয়ন ইউ. এস.ডলার মূল্যের ১২,৬৮৫.৯৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল।
</td>
<td>রপ্তানির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১২</td>
<td>গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯ শত ৮১ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুণঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৬ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।</td>
<td>ক) ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নিতীমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
খ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
(ঘ) প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td>
</tr>
<tr>
<td>১৩</td>
<td>মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে ৩৭২টি অভিযান এবং ৭৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।
• এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই, ২০১৭ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩১৭৫টি অভিযান, ৫২৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ৩০ কেজি মাছ জব্দ ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
• নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ফরমালিন পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা</td>
<td>(ক) মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে এবং মৎস্য ও পশুখাদ্যে ভেজাল রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
(খ) প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে অভিযান</td>
<td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
অতিঃ সচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই</td>
</tr>
</table>

		হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। • মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ মাসে ২৫৭টি অভিযান, ৬৮টি মোবাইল কোর্ট এবং ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। • মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১,৭৬৫টি অভিযান, ৫০১টি মোবাইল কোর্ট, ৬টি মামলা দায়ের এবং ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। (খ) বিষয়টি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। (গ) এনবিআর এ পত্র প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	/মোবাইলকোর্ট পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ)মৎস্য ও পশুখাদ্যের নামে ক্ষতিকর দ্রব্য আমদানী বন্ধ করার জন্য এনবিআর বরাবর লিখিত পত্রের ফলোআপ করতে হবে।	
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, পশুখাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পশু খাদ্যে ও পশুজাত খাদ্যে ভেজাল রোধে ফেব্রুয়ারি/১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৬৪ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে, জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান ২২ হাজার ৭৪২ কেজি, বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান ৭৮ হাজার ২৩২ কেজি, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ ৯ লক্ষ ৫ হাজার ২৬২ টাকা। খাদ্যে নিষিদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার/ভেজাল মিশ্রণ প্রতিরোধে দেশব্যাপী ১ হাজার ৮৩৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
১৪	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, নির্দেশনামতে পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ফলোআপ কর হচ্ছে।	বিষয়টি ফলোআপ করত হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, দক্ষিণাঞ্চলের জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। Disease Testing Lab স্থাপনের বিষয়ে গত ২৬/১১/২০১৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক হাওর অঞ্চলের সিলেটে অধিদপ্তরের নিজস্ব জমিতে Disease Testing Lab স্থাপনের নিমিত্ত "Promoting Quality and Safety Compliance of Fish and Fishery Products in Bangladesh" শীর্ষক নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ক) প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে। (খ) উত্তরাঞ্চলে ও হাওড়াঞ্চলে ল্যাবরেটরি স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৬	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয়	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান-এর নিজস্ব আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ, টবাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে	অতিঃ সচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর,

	করতে পারবে।		তাগিদ দিতে হবে।	
১৭	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান, নির্দেশনামতে প্রকাশিত ২টি বার্ষিক প্রতিবেদন-কে সমন্বিত করে একটি পুস্তিকায় অনেক আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৮ বছরের সাফল্য সংক্রান্ত পুস্তক তৈরী করে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থায় বিতরণ করা হয়েছে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৮	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিদ্যমান জনশক্তির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভিশন ২০২১, বাংলাদেশঃ সমৃদ্ধ আগামী এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে গত ১১/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১,৫৩১ টি পদ সৃজন বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় পুনরায় পর্যালোচনাপূর্বক অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ চিহ্নিত করে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যালোচনা সভার উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-১ অধিশাখার ১৪/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৮.০০১.১৫-৩৪৫ সংখ্যক স্মারকমূলে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করায় মৎস্য অধিদপ্তরের ২৭/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.০০০০.১০২.২১.০০২.০৬-৭৪০ সংখ্যক স্মারক মূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদানকৃত ১৫৩১টি পদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ১৩ কলাম ছকপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাবটি ২২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ও মৎস্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের পরামর্শ অনুসরণপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তরের গত ১৬/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখের ৩৩.০২.০০০০.১০২.২১.০০২.০৬(১ম খন্ড)-১১৩০ সংখ্যক স্মারক মূলে রাজস্বখাতে ৪,৫৫৪ (চার হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন)টি ক্ষেত্র সহকারীর পদ সৃজনের প্রস্তাবের "ছক" যথাযথভাবে পূরণ করে পুনরায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যা গত ১০/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য শীঘ্রই প্রেরণ করতে হবে। খ) পদ সৃজনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। এপ্রিল/২০১৮ ইং হতে প্রশিক্ষণ শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) পদ সৃজনের কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

২০ (ক)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, নির্দেশনামতে ২০১৩-২০১৫ বর্ষে জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত স্বাদুপানির ৫ ধরণের এবং সামুদ্রিক ৬ ধরণের ঝিনুকের সন্ধ্যান পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে Placun placenta থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তার আকার বড় করার জন্য "Refinement of freshwater pearl culture technology" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে গড়ে ৩ মিলিমিটার পর্যন্ত মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হতো। বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের গোলাকৃতির (৪-৫ মিমি) মুক্তা উৎপাদন করা হচ্ছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যাবে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, ইনস্টিটিউট থেকে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ইতোমধ্যে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ে ডিপিপি'র আওতায় "Natural Propagation of Freshwater Mussel in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে ৭ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।	চলমান কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি,সম্ভাবনা এবং করণীয়	মহাপরিচালক, বিএফআরআই সভায় জানান যে, মুক্তা উৎপাদনকারী উন্নত প্রজাতির ঝিনুক সরবরাহে চীন	চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য

	সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	ইতোমধ্যে অনীহা প্রকাশ করেছে। ভিয়েতনাম থেকে টেকনিশিয়ান আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করেছেন বলে জানা যায়। অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তাচাষের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বিগত জুলাই/২০১১ মাসে শুরু করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেটির শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গভবনের পুকুরে প্রায় এক বছরে তিনটি ভিন্ন আকারের এবং চারটি ভিন্ন রং এর মুক্তা উৎপাদিত হয়েছিল।	ক) গণভবনের লেক-এ মুক্তা চাষের অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তা উৎপাদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত 'মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯'' মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার বৃদ্ধি ও রং প্রমিতকরণ, মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বকাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।	ক) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। খ) চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সভায় জানাতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল)
ভারপ্রাপ্ত সচিব